# কালাচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির উদ্যোগে

স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে গৃহীত যৌথ কাজকর্মের প্রতিবেদন

২০১৭-২০২০

সহযোগিতায়ঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্

# কালাচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির উদ্যোগে

স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে গৃহীত যৌথ কাজকর্মের প্রতিবেদন
২০১৭-২০২০

সহযোগিতায়ঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্

# ভূমিকা

পশ্চিম বঙ্গের যেমন দক্ষিণে আছে বিশাল জলরাশি, ঠিক তেমনই উত্তরে আছে সুউচ্চ হিমালয় পর্বত মালা, যা একনিষ্ঠ প্রহরীর মতো পুরো রাজ্যটাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। আর সেই পর্বত মালার কোল ঘেঁষে রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা। এই জেলার অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হতে হয় সকলকেই। এক দিকে সবুজ ভেলভেটের মতো চা বাগানের ওপর দিয়ে মৃদু মন্দ বাতাস ঢেউ খেলে চলেছে আর এক দিকে 'চিলাপোতা' ও 'বক্সা' অভয়ারণ্যের ঘন চির হরিৎ ও পর্ণমোচী উদ্ভিদেরা স্নিগ্ধ নীল আকাশকে দু হাত দিয়ে আহ্বান করে চলেছে। আলিপুরদুয়ার জেলাটি হিমালয়ের ঠিক পাদদেশে ডুয়ার্স অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার ফলে এই জেলাটি যেন গিরিরাজের কাছে পৌঁছাবার সিংহ দুয়ার। পাশেই অপার্থিব প্রাকৃতিক শোভার ডালি নিয়ে অপেক্ষারত ভূটান দেশ। দেশটি যেন প্রতিনিয়ত সবাইকে বলে চলেছে, "এসো, আমার শোভায় তোমরাও শোভিত হও, আমার মতো সবুজ হয়ে ওঠো মনে প্রাণে"। প্রকৃতি মা তার নানা জীবের সমারোহ সহ অপরূপ শোভার ডালি সাজিয়ে বসে আছে। আর তারই এক খন্ড যেন দেখতে পাওয়া যায় আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকে, খানিকটা 'বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো'।

কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতিতে ১১ টা গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে আছে। পাহাড়ী অঞ্চলে গ্রাম গুলো যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, অগোছালোভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, কালচিনি ব্লকের গ্রাম গুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। আর নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতি এই গ্রাম গুলোর সাথে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে, যেভাবে ছোটো ছোটো ক্ষীণকায়া নদী গুলো তির তির করে, এঁকে বেঁকে বয়ে গিয়ে পাথুরে মাটিকে সিক্ত করে চলেছে।

এ হেন অতুলনীয় পরিবেশে, এলাকায় আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার পাশাপাশি স্থানীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দেওয়া ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক জীবন-জীবিকা বিকাশের লক্ষ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সাথে ২০১৭ সালে কলকাতাস্থিত 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস' চুক্তিবদ্ধ হয় । সে কর্মকান্ডে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত সদা সর্বদাই অগ্রণী ভূলিকা পালন করেছে আর সংস্থাটি তাদের নিবিড় কাজের মধ্যে দিয়ে 'অনুঘটক' এর মতো পাশে থেকেছে। স্কুল গুলোতে কৃত্যালি ভিত্তিক ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হোক বা পুষ্টি বাগান তৈরী হোক বা বি এম আই ম্যাপিং হোক বা এল সি ডি শো হোক বা স্কুলের বাইরে 'সৃজাঙ্গনে'র ছত্রছায়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ ভিত্তিক বিচিত্রতায় ভরা বহুবিধ আনুষঙ্গিক জীবন জীবিকা হোক অথবা আবাল বৃদ্ধ বনিতার সৃজনশীল ভাবনা প্রকাশের পরিস্ফুরণ হোক, সংস্থার কাজের ধারা অবিছিন্নভাবে পঞ্চায়েতের কর্ম পদ্ধতির সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলেছে। এই কর্ম ধারাকে যারা প্রবহমান রেখেছেন তাঁরা হলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ, স্থানীয় প্রশিক্ষকগণ, কর্মপটু সি আর ও গণ আর ব্লকের নানা আধিকারিক গণ। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা রইল ওই সকল মানুষের নিবেদিত প্রয়াসের প্রতি। আগামীর শুভেচ্ছা রইল।

OFFICE OF THE KALCHINI PANCHAYAT SAMITY
KALCHINI
ALIPURDUAR

Saha Sabhapati
Kalchini Panchayet Samiti

# OFFICE OF THE ALIPURDUAR ZILLA PARISHAD

## P.O. ALIPURDUAR ★ DIST. ALIPURDUAR

কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি ,তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার কাজের একটি প্রতিবেদন বের করা হবে। এই কাজে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগের কালচিনির বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের যারা এত সুন্দর এক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে ছোট ছোট শিশুদের আনন্দমূলক ও সাথে হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন, আর ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগের কর্ণধার শ্রী প্রেম লামা মহাশয়কে। কৃতজ্ঞতা জানাই পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও আফটার স্কুলের কাজে যুক্ত বিডিও শ্রী ভূষণ শেরপা, শিক্ষা পরিদর্শক শ্রী রজত রঞ্জন ঘোষ, সমিতি এডুকেশন অফিসার শ্রী অপূর্ব রায় মহাশয়কে। স্কুল শিক্ষা দপ্তর ও পঞ্চায়েত সমিতি যৌথভাবে এই কাজ করার একটি বিশেষ নজির সৃষ্টি করেছেন বলে আমি মনে করি। এই ভাবে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রতিটি ব্লকে সকলে মিলে গ্রামের সাধারণ মানুষকে একসাথে নিয়ে কাজ করলে শিক্ষা এবং অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ স্থান দখল করতে পারবে। একজন পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধক্ষ্যের কাজ কিভাবে করতে হয় তা শ্রী প্রেম লামা কালচিনিতে দেখিয়েছেন। অন্যান্য পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধক্ষ্যদের সাথে এই অভিজ্ঞতা বিনিময় ঘটানারে জন্য আমি জেলার শিক্ষা কর্মাধক্ষ্যা হিসেবে জেলা সভাধিপতি মহাশয়ার সাথে কাজের আলোচনা ইতিমধ্যেই করেছি। আগামী দিনে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির এই উদ্যোগকে জেলায় করার জন্য একদিন ব্যাপী ভাব বিনিময় শিবির করার চেষ্টা করা হবে। আমি নিজেই কালচিনির পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষামূলক বিভিন্ন উদ্যোগ দেখে আপ্লুত। একটি স্কুল কখনোই শুধু শিক্ষক/শিক্ষিকাদের হতে পারে না, সেটা যে ঐ এলাকার সমস্ত সাধারণ মানুষের কাজে লাগতে পারে তা কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি,তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতির কর্মাধক্ষ্য শ্রী প্রেম লামা হাতে কলমে কাজ করে দেখিয়েছেন। আমি আশাকরি আগামী দিনে শ্রী লামার শিক্ষামূলক এই উদ্যোগের সুফল আলিপুরদুয়ার জেলার প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষক/শিক্ষিকারাই গ্রহণ করবেন।

Member
Alipurduar Zilla Parishad

ধন্যবাদ সহ শ্রীমতি সেফালি নাট্ট

কর্মাধ্যক্ষা শিক্ষা সংস্কৃতি ,তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ

सत्यमेव जयते

# পশ্চিমবঙ্গ সরকার

## জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের করণ (মাধ্যমিক শিক্ষা)

## আলিপুরদুয়ার

পত্রাঙ্কঃ ৭০০ এস. ই (এপিডি)/২০২১ তারিখঃ ০৭/০১/২০২১

প্রতি,

মাননীয় কর্মাধ্যক্ষ,

শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি

কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি, আলিপুরদুয়ার

মহাশয়,

আপনাদের উদ্যোগে ও 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস'- এর সহযোগিতায় একটি তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

আপনাদের এই স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা এবং বিদ্যালয় শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত বিরাট কর্মকান্ডের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত। আপনাদের এই কর্মকান্ড সফল হোক। এই প্রকাশনায় সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

আপনাদের পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাচ্ছে এই যৌথ প্রচেষ্টা।

ধন্যবাদ,

ভবদীয়

আসানুল করিম

আসানুল করিম

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা)

আলিপুরদুয়ার

# শুরুর কথা

সালটা ছিল ২০১২, কলকাতার 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' নামক অলাভজনক সংস্থার সহযোগিতায় তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলা তথা অধুনা আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সাতালি ও মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে প্রথম স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে এই কাজ শুরু হয়। যৌথ উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করে তুলতে ও ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রী অভিজিৎ নার্জিনারী ও সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মঙ্গল ধানওয়ার স্কুলে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। শিখনের মাধ্যম হিসাবে প্রত্যেক স্কুলে বাগান, বিএমআই পদ্ধতিতে স্কুলের বাচ্চাদের পুষ্টির মান নির্ণয়, স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জানার জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ, স্কুলে স্কুলে নিয়ম করে শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানবৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয় এমনই আরও কতকিছুর।

এরপর ২০১৩ সালে হয় পঞ্চায়েত নির্বাচন। পরবর্তী সময়ে নবনির্বাচিত সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত এক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি। তবে মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী চন্দ্রা নার্জিনারী কিন্তু 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'-কে পাশে নিয়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে যৌথ উদ্যোগে যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। যার ফলস্বরূপ খুবই অল্প সময়ের মধ্যেই 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'-এর সহযোগিতায় মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের নানান সৃজন প্রতিভাকে পঞ্চায়েত এলাকার মানুষজনের সামনে তুলে ধরতে ২০১৬ সালে আলিপুরদুয়ার জেলার মধ্যে প্রথম সৃজন মেলা অনুষ্ঠিত হয় এই মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতে। শুধু জেলা প্রশাসনই নয়, অভিনব এই মেলা আয়োজনের খবর পৌছয় রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত কাজের সফলতা অনুপ্রাণিত করে আমাদেরকেও। ব্লকের সব পঞ্চায়েতের অন্যান্য স্কুলেও স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার এই বীজ বপন করা যায় কিনা তা নিয়ে একাধিকবার আলোচনায় বসে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি। তারপর এই নিয়ে সমিতির সাধারণ সভার বৈঠকে আলোচনায় এনিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পর গৃহীত হয় রেজুলিউশন এবং ২০১৭ সালে গোটা ব্লকে এই উদ্যোগকে ছড়িয়ে দিতে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'-এর সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক মউ স্বাক্ষর করে। কাজ শুরু হতেই শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সব আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে একটি বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি গঠন করা হয়, উদ্দেশ্য ছিল যৌথ উদ্যোগের কাজ নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা করা এবং কোনও সমস্যা তৈরি হলে তা সমাধান করা। কমিটির গঠন সম্পর্কে অবহিত করা হয় ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েতকেও। পাশপাশি শুরু হয় গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে এই কাজ ও তার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা।

# আমাদের কালচিনি

নব গঠিত আলিপুরদুয়ার জেলার অরণ্যাবৃত্ত, একেবারে ভুটানের কোল ঘেঁষা, সবুজ গালিচায় মোড়া আমাদের কালচিনি ব্লক। যেখানে নানান জনজাতি, নানা সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন করে চলা একটি পঞ্চায়েত সমিতির নাম হল কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি। ১৯৯৮ সালে আমাদের দেশের ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার মধ্যে থাকা চা-বাগানগুলো পঞ্চায়েতীরাজ পরিষেবা প্রাপ্তির অধিকার অর্জন করে। কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির প্রায় অধিকাংশ জমিই বনজঙ্গল ও সবুজ চা-বাগানে ঘেরা।

# এক নজরে কালচিনি

কালচিনি ব্লকটি ২৬০১৬' ও ২৭০০' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৪০৪' ও ৮৯০৫৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৮৯ হাজার ২৫৭ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অবস্থিত। ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুসারে এখানকার জনসংখ্যা: ২৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৮৪ জন। যার মধ্যে পুরুষ ১৪ লক্ষ ৫০২ জন, মহিলা ১৩ লক্ষ ৯ হাজার ১৮২ জন, তপশিলী জাতি ৩৬ হাজার ৩৫৪ জন, তপশিলী উপজাতি ১ লক্ষ ৯২ হাজার ৯৬০ জন এবং সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ জন। সংখ্যালঘু (বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান) ৩৩ হাজার ৬২৯ জন।

# কালচিনি ব্লকের বিদ্যালয়

## কালচিনি ব্লকে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা – ২৫০টি

প্রাথমিক বিদ্যালয়- ১১৫টি, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়- ২৪টি, উচ্চ বিদ্যালয়- ১৮টি, এসএসকে- ৮৮টি, এমএসকে- ৪টি, মাদ্রাসা এমএসকে- ১টি, এছাড়া ১টি কলেজও রয়েছে এই কালচিনি ব্লকে।

## কালচিনি ব্লকের স্বাস্থ্য পরিষেবা

কালচিনিতে ১টি বিপিএইচসি ও ২টি পিএইচসি রয়েছে। বিপিএইচসি-টি উত্তর লতাবাড়ীতে এবং ১টি পিএইচসি জয়গাঁয় ও ১টি সাতালি পিএইচসি।

# যৌথ উদ্যোগের বিভিন্ন কাজকর্ম

স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে যৌথ উদ্যোগের এই কাজে আমরা কতটা সফলতা পেয়েছি তা নিয়ে আমাদের এই প্রতিবেদন। যৌথ উদ্যোগের যাবতীয় কর্মকান্ডকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, ১) স্কুল কেন্দ্রিক কাজকর্ম ও ২) আফটার স্কুল।

স্কুল কেন্দ্রিক কাজকর্মের জন্য প্রাথমিকভাবে যে স্কুলে বেশি উদ্যোগী শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন, মূলত সেই স্কুলগুলোকে বেছে নেওয়া হয়। বর্তমানে অনেক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজের উদ্যোগে আমাদের সহযোগিতায় স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারের কাজে যুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে স্কুলছুটদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের জন্য সংসদ পিছু একটি করে স্কুলকে আমরা 'আফটার স্কুল' হিসাবে চিহ্নিত করেছি।

## স্কুল কেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগ

### স্কুল প্রাঙ্গণে শিখন উপযোগী স্কুল বাগান

শিখনের আদর্শ সময় হল শৈশব। এসময় শেখা জিনিস আমাদের মনে গেঁথে যায়। যৌথ কাজের মাধ্যমে তাই আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল স্কুল বাগানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে-কলমে কিছু শিক্ষা প্রদান করা। যেখানে তারা শিখবে কীভাবে কোনও বীজ বপন করতে হয়, বীজের অঙ্কুরোদ্গমই বা হয় কীভাবে, কীভাবে চারা বেড়ে ওঠে এবং তার পরিচর্যার সঠিক পদ্ধতি কী? পাশাপাশি ছাত্রাবস্থা থেকেই তাদের মধ্যে যেন গাছের প্রতি একটা মমত্ববোধ গড়ে ওঠে, সচেতন হয় পরিবেশ সম্পর্কে। তাছাড়া আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর দেশ। তাই নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদনের একটা দক্ষতা তৈরি হলে ভবিষ্যতে তা তাদের উপকারেও লাগবে। তাই ব্লকের প্রতিটি স্কুলে বাগান তৈরি উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি। বাগান তৈরি জন্য প্রথমেই স্কুল ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়। কারণ শুধু অভিভাবক নন, অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি গ্রামবাসীর সঙ্গে স্কুলের নিবিড় যোগাযোগ না গড়ে উঠলে বাগান তো বটেই অন্য কাজকেও ধরে রাখা একপ্রকার অসম্ভব। তাছাড়া বাগানের ক্ষেত্রে তাঁদের প্রাথমিক সহযোগিতা পাওয়াও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। আর তাই অনেক স্কুলেই বাগান তৈরির সময় আমরা তাঁদেরকে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছি। কেউ শ্রম দিয়ে বাগানের জমি তৈরি করে দিয়েছেন, কেউ বেড়া দেওয়ার জন্য দিয়েছেন বাঁশ। আবার কেউ কেউ দেখভালের দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন নিজের কাঁধে। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করেছে। শিখনের জন্য অনেক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা চাষের কাজে দক্ষ স্থানীয় কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে এসে শাক-সবজির বীজ পরিচিতির ব্যবস্থা করেন। শেখানো হয় বীজ কীভাবে মাটিতে বপন করতে হয়।

### স্কুলে ফল গাছের নার্সারী

শুধু মানসিক সক্ষমতাই যথেষ্ট নয়, পড়াশোনার জন্য শরীর সুস্থ থাকাও প্রয়োজন। পাশাপাশি স্কুলের পাঠ্য বইয়ের থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন প্রকার ফল খাওয়ার গুণাগুণ ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। শ্রেণিকক্ষের ভেতরের ওই পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যদি হাতে-কলমে বিভিন্ন প্রকার স্থানীয় ফলের বীজ সংগ্রহ করে স্থানীয় দক্ষ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় স্কুল বাগানের পাশেই সারা বছর ধরে মরশুম ভিত্তিক ফল গাছ ও সবজির নার্সারী করা হয় তবে শিখন আরও আনন্দদায়ক ও যথাযথ হয়ে ওঠে। নার্সারীর চারাগুলো যখন রোপণের উপযুক্ত হয় তখন ছাত্রছাত্রীদের হাতে বা তাদের অভিভাবকদের ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই চারা তুলে দেওয়া হয়। স্কুলে বিভিন্ন চারার পরিচর্যার পাশাপাশি শিশুরা যেন তাদের নিজেদের বাড়িতে

ওই  ফল গাছের চারা রোপণ করে তার পরিচর্যা করে বড় করে তোলে। তাছাড়া গ্রামের অধিকাংশ মানুষের বাজার থেকে মরশুমি ফল কিনে খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই আর্থিক সচ্ছলতা থাকে না বলে তা খাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না । তাই পড়াশোনার পাশাপাশি  বাড়িতেও যদি এধরনের বিভিন্ন প্রকার ফল গাছের একটি বাগান তৈরি করতে পারে তাহলে খুব সহজেই ওই শিশুরা মরশুমি ফল খেতে পারবে।

## বিএমআই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির মান নির্ণয়

বিএমআই হল বডি মাস ইনডেক্স, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত শারীরিক পুষ্টি নির্ণয়ের বিশেষ এক পদ্ধতি। ছাত্রছাত্রীদের বয়স, ওজন ও উচ্চতা নিয়ে তাদের পুষ্টি মাপা হয়ে থাকে। দেখা হয়, বয়স অনুযায়ী তা শারীরিক বিকাশ বা পুষ্টির হার সঠিক রয়েছে কিনা। কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি ও শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে চলা এই কাজে এখন অনেক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির মান নির্ণয় করছেন। কোথাও কোথাও প্রয়োজন হলে যৌথ কাজের জন্য মনোনীত ‘কমিউনিটি রিসোর্স অর্গানাইজার’রা তাঁদেরকে সহযোগিতা করেন। প্রত্যেক স্কুলে ছ’মাস অন্তর এই প্রক্রিয়া চালানো হয়। মূলতঃ তাদের পুষ্টির মানে কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা দেখা হয়।  বিএমআই  পদ্ধতিতে পুষ্টির মান অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের লাল, হলুদ ও সবুজ এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

## বিএমআই পরবর্তী উদ্যোগ

বিএমআই পদ্ধতিতে ছাত্রছাত্রীদের বয়স, ওজন ও উচ্চতা নেওয়ার পর নির্দিষ্ট সূত্র মেনে তাদের পুষ্টির মান নির্ণয় করা হয়। এরপর ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে অভিভাবকদের স্কুলে ডেকে পাঠানো হয়। ‘আশা’ ও ‘এএনএম’ দিদিদের উপস্থিতিতে পুষ্টি নিয়ে তাঁদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য আলোচনা করা হয়। আলোচনায় গুরুত্ব পায় শিশুদের খাদ্যাভাস ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিও। বিশেষ করে যে শিশুরা বিএমআই-এর ফলাফলে লাল বিভাগে পড়েছে তাদের অভিভাবকদের দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি পরবর্তী ধাপে গ্রাম পঞ্চায়েত মারফত প্রাপ্ত বীজের প্যাকেট ও প্রয়োজনীয় উপকরণ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা লাল এবং হলুদ ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন। যাতে তারা নিজেদের বাড়িতেও একটি সবজি বাগান (বিএমআই বাগান) গড়ে তুলতে পারে এবং সপ্তাহে অন্তত দু-তিন দিন রাসায়নিক মুক্ত পুষ্টিকর সবুজ শাক-সবজি খেতে পারে

## শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে আনন্দদায়ক শিক্ষা

২০১২ সালে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির অধীন সাতালি ও মেন্দাবাড়ী এই দুটি  গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলে এধরনের তথ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। ঠিক একইভাবে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতিও স্থানীয় ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার

প্রসারে ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অনুমতি সাপেক্ষে নিয়ম করে স্কুলগুলোতে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে এই এলসিডি শো-এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র দেখার সুযোগ পায়। শিখন হয় আনন্দদায়ক। অনেক সময় পাঠ্য পুস্তকে পড়া বিষয়বস্তুও উঠে আসে ক্লাস ঘরে লাগানো পর্দায়। বইয়ে পড়া বিষয় যখন এলসিডি শো-এর মাধ্যমে তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন তা তাদের আত্মস্থ করতে অনেকটাই সুবিধে হয়। এলশিডি শো থামিয়ে মাঝেমধ্যেই পড়ুয়াদের সঙ্গে চলে আলোচনাও, অর্থাৎ তারা কতটা সেই বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম হচ্ছে তা বুঝে নেওয়া হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, যেদিন এলসিডি শো থাকে সেদিন অন্যদিনের চেয়ে ওই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার অনেক বেশি হয়। শুরুর দিকে প্রযুক্তিগত কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 'সিআরও'-দের (কমিউনিটি রিসোর্স অর্গানাইজার) সাহায্যের প্রয়োজন হলেও, আজ তাঁরা এই দায়িত্ব নিজেদের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন। গত ২০১৭ সালের মে মাসে 'মউ' স্বাক্ষরের পর থেকে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার বিভিন্ন স্কুলে প্রতিদিন হওয়া এল সি ডি শো এর মাস ভিত্তিক তালিকাঃ

| বৎসর | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৭ | | | | | | ৪৫ | ৫৯ | ৬৭ | ৫৮ | ৪৫ | ৫৯ | ৫৫ | ৩৮৮ |
| ১৮ | ৬২ | ৫৬ | ৫৫ | ৬৩ | ৫০ | ৪৮ | ৫৭ | ৬০ | ৫৮ | ৬৪ | ৫৯ | ৪৫ | ৬৭৭ |
| ১৯ | ৫৮ | ৫৯ | ৫৮ | ৬৭ | ৪৮ | ৬৫ | ৬৩ | ৫৭ | ৪৯ | ৫২ | ৬৩ | ৪৪ | ৬৮৩ |
| ২০ | ৬৬ | ৫৮ | ৫৬ | | | | | | | | | | ১৮০ |
| মোট | | | | | | | | | | | | | ১৯২৮ |

## শিখনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার

স্কুলে এলসিডি শো-এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের শিখনের উদ্যোগের এই সফলতা শুধু কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতিকেই নয়, উৎসাহিত করে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'কেও। আর তাই কালচিনি ব্লকে এই উদ্যোগকে আরও নিবিড়ভাবে ছড়িয়ে দিতে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' গাঁটছড়া বাঁধে 'এম বি সফট্ওয়্যার' নামে বিশিষ্ট তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার সঙ্গে। ২০১৮ সালের জুন মাসে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতিও সামিল হয় তাতে এবং 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্', ও 'এম্বি সফট্ওয়্যার' এর সঙ্গে পৃথক একটি ত্রিপাক্ষিক 'মউ' স্বাক্ষর করে। উদ্দেশ্য ছিল এতদিন এলসিডি শো নিয়ে উদ্যোগী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে শিখনের মাধ্যম হিসাবে তথ্য-প্রযুক্তির আরও ব্যাপক ব্যবহার। এরজন্য কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি

এলাকার ২০টি স্কুল থেকে একজন করে শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়। পরে ওই শিক্ষকদের নিয়ে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি আয়োজন করে কর্মশালার। যেখানে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক ছবি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, শেষে 'এম্বি সফট্ওয়্যার' এর তরফে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে ল্যাপটপ, সাউন্ড পট সহ এলসিডি প্রোজেক্টর এবং একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন। ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রতি তিন মাস অন্তর প্রশিক্ষণের। এছাড়া কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা প্রতি মাসে তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনায় বসতেন। 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'-এর স্থানীয় অফিসেও ব্যবস্থা করা হয়েছিল সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণের। যেখানে প্রতি শনিবার স্কুল ছুটির পর শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি করতেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে যখন প্রযুক্তিগত সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছিল তখন অনেকেই প্রথমবারের জন্য ল্যাপটপে হাত রেখেছিলেন। আর আজ তাঁরাই তাঁদের সাধ্যমত বিভিন্নভাবে প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী ৮৯টি ভিডিও তৈরি করে ইতিমধ্যে তা ইউটিউবেও আপলোড করে দিয়েছেন এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলার শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যা এখন ব্যবহার করছেন। এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাজ দেখে উৎসাহিত হয়ে বর্তমানে ব্লকের বাকি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কেউ কেউ নিজেদের উদ্যোগে ল্যাপটপ কিনে ফেলেছেন, কেউ আবার নিজেদের অ্যান্ড্রয়েড ফোনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান করছেন।

## স্কুলে কৃত্যালি বা কর্মভিত্তিক পাঠ

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি শিখনকে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে স্কুলে স্কুলে ব্যবস্থা করা হয়েছে কর্মভিত্তিক পাঠের। যেখানে তারা পাঠ্য বইয়ে পড়া বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করছে। কখনও পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত মনোনীত 'সিআরও'-দের সাহায্যে আবার কখনও তাদের সাহায্য ছাড়াই পাঠ্য বইয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করে শিক্ষক-শিক্ষিকারাই কৃত্যালি ব্যবস্থা করেন। তবে আজ অবশ্য অনেকটাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্কুলে স্কুলে কৃত্যালি বা হাতে-কলমে শিখন চলছে। বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করে কৃত্যালি কোথায় হবে, শ্রেণিকক্ষের ভেতরে না বাইরে। আবার কখনও উভয় জায়গায় কৃত্যালির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো সময়ে কৃত্যালির জন্য কোনও বিষয়ে দক্ষ স্থানীয় কোনও ব্যক্তি বা 'আরপি'-র(রিসোর্স পার্সন) প্রয়োজন হয়। শিখন হাতে-কলমে হওয়ার কারণে এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কাজে ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতাও বাড়ছে।

বর্তমানে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির ৪২টি স্কুলের মধ্যে ৩৮টি স্কুলে আমাদের সীমিত আর্থিক সহযোগিতায় প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২ দিন নিয়মিতভাবে এই বিশেষ শিখন প্রক্রিয়া চলছে।

সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে কৃত্যালিকে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ থাকে চোখে পড়ার মতো। এই কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক অভিভাবকও। নানাভাবে তারা হাতে-কলমে শিখন প্রক্রিয়ার জন্য শিখক-শিক্ষিকাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করছেন। লক্ষ্য রাখছেন স্কুলের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও।

## স্কুলে ছুটির আসর

ছুটির আসর। গ্রীষ্মে বা পুজোর ছুটির সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে এসে যাতে আনন্দের সঙ্গে নতুন কিছু শিখতে পারে। যা হয়তো পাঠ্য ভিত্তিক নয়। মূলত এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা ছুটির আসর শুরু করেছিলাম। তবে ছুটির সময় এমন উদ্যোগ কতটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে আমরাও সন্দিহান ছিলাম। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের সহায়তায় আমাদের কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

ছুটির আসরে ছাত্র-ছাত্রীরা মেতে ওঠে নাচ-গান, কবিতা-আবৃত্তিতে। চলে গল্প শোনা ও গল্প বলার পালা। কখনও বা দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে দেখে নিজের গ্রামকেই। এছাড়া তাদের শেখানো হয় বিভিন্ন হাতের কাজ, স্থানীয় বিভিন্ন খাবার তৈরি ইত্যাদি। দেখানো হয় কম্পিউটার কীভাবে চালাতে হয়, শেখানো হয় ভাল করে মোবাইলে কীভাবে ভিডিও ক্যাপচার করতে হয়। এমন নানান আনন্দের বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তাদেরকে। তবে এখানে থাকে না বিষয়ের কোনও বিধিনিষেধ, পড়ুয়ারা নিজেদের পছন্দের বিষয় বেছে নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে এই ছুটির আসরে।

পাশাপশি বার্ষিক পরীক্ষা শেষেও আয়োজিত হয় এই ছুটির আসর। লক্ষ্য রাখা হয়, ওই সময় বাড়িতে বসে থাকার কারণে পড়াশোনা থেকে তাদের মনোযোগ যেন না সরে যায়।

## শিক্ষামূলক ভ্রমণ

প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হয় স্থানীয় পরিবেশ, ইতিহাস, ভূগোল ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে। অর্থাৎ স্কুলে পড়তে পড়তেই তারা যাতে তাদের নিজেদের চারপাশকে ভাল করে জানতে পারে। অনেক সময় পাঠ্য বইয়ের পাঠ শিক্ষামূলক ভ্রমণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমি কাটিয়ে তারা সবাই মিলে আনন্দের সঙ্গে একটু বেড়াতে যেতে পারে।

তাই বছরে অন্তত একবার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি ও 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্'-যৌথভাবে এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করে। আগামী দিনে যদি সরকারিভাবে এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য কোনও অর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় তবে ব্লকের আরও বেশি সংখ্যক স্কুলে আমরা এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারবো। আমাদের আশা এক সময় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে 'কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি'র এই উদ্যোগ সমগ্র আলিপুরদুয়ার জেলায় এক নজির

স্থাপন করবে। এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইতিমধ্যেই নিবিড় ও অনিবিড় স্কুল মিলে প্রায় ৩০ টি স্কুলে করা সম্ভব হয়েছে। তবে অনেক স্কুলে নিজেদের উদ্যোগে নিজেদের খরচায় ভ্রমন করেছেন।

## সৃজন প্রতিভার বিকাশে

'সিআরও'-দের সহযোগিতায় সারা বছর ধরে স্থানীয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সৃজন প্রতিভার বিকাশ ঘটানো হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে আয়োজন করা হয় নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণ। ক্ষুদে পড়ুয়াদের স্বাভাবিক সৃজন প্রতিভার স্তর বিবেচনা করে তাকে আরও বিকশিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। নাচ, গান, ছড়া-কবিতা, আবৃত্তি, নাটক, ছবি আঁকা নিয়ে চলে সৃজন প্রতিভা বিকাশের এই আয়োজন। বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজেও ছাত্রছাত্রীদের সৃজন দক্ষতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। শেখানো হয় মাটি, বাঁশ, গাছের পাতা, শোলা ইত্যাদি দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি।

স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় বছরভর বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সৃজন প্রতিভার বিকাশের এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে তারা নানান সাংস্কৃতিক বিষয়ে ও হাতের কাজে দক্ষ হয়ে ওঠে। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও এইসব বিষয়ে পড়ুয়াদেরকে উৎসাহ জোগান। বছরের বিভিন্ন সময়ে স্কুলের মধ্যেই কোনও একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য আয়োজন করা হয় সৃজন উৎসবের। সাজিয়ে তোলা হয় স্কুলের কোনও একটি ঘরকে। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা কেউ গান করে, কেউ নাচে, কেউ বলে ছড়া বা কবিতা, আবার কেউ কেউ নাটকে অংশ নেয়। দেওয়ালে জায়গা পায় তাদের আঁকা ছবি। প্রদর্শিত হয় তাদের তৈরি বিভিন্ন হাতের কাজ। ছাত্রছাত্রীদের সৃজন প্রতিভা প্রত্যক্ষ করতে আশপাশের গ্রামবাসীরাও ভিড় জমান স্কুলে।

## সৃজন মেলা

শুধু স্কুল সংলগ্ন কিছু গ্রামবাসীরাই নয়, পঞ্চায়েত এলাকার সকল মানুষ যাতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এই সৃজন প্রতিভা দেখার সুযোগ পান এবং তাদের করতালিতে ছাত্রছাত্রীরা যাতে আরও উৎসাহিত হয়, সে ব্যাপারেও উদ্যোগী হন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। লক্ষ্য থাকে পড়াশুনার পাশাপাশি তারা যেন তাদের এই সৃজন ক্ষমতার চর্চা চালিয়ে যেতে পারে। আর তাই এলাকার সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাছে এমন একটি মেলা আয়োজনের আবেদন জানান যেখানে দিনভর চলবে নানা অনুষ্ঠান, বিভিন্ন স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা তুলে ধরবে নিজেদের সৃজন প্রতিভা, স্কুল ভিত্তিক আলাদা আলাদা স্টলে প্রদর্শিত হবে তাদের হাতের কাজ ও স্কুল বাগানে ফলানো সবজি।

এভাবেই বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবেদনে সারা কালচিনি

পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত ২০১৬ সালে বিশ্ব শিশু দিবসে এমনই এক সৃজন মেলা আয়োজন করেছিল। ওই মেলায় সারাদিন ধরে চলে নানা অনুষ্ঠান। অভিভাবক সহ গোটা গ্রামবাসীর সামনে মেলার মঞ্চে ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়ারা তাদের সৃজন প্রতিভা তুলে ধরে প্রশংসিত হয়। দিনভর ওই মেলায় উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও উৎসাহ দেন আলিপুরদুয়ার জেলার তৎকালীন জেলাশাসক শ্রী দেবীপ্রসাদ করণম। অভিনব এই মেলা আয়োজনে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিল স্থানীয় ক্লাবও। মেলার অভুতপূর্ব সাফল্য দেখে মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই স্কুলের বাচ্চাদের সৃজন প্রতিভা বিকাশে আগামী দিনেও এধরনের মেলা আয়জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাই এই ধারা আজও অক্ষুন্ন রেখে চলেছে মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত। চলতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের বার্ষিক পরিকল্পনায় সৃজন মেলা আয়োজনের জন্য ৭০ হাজার টাকা বরাদ্দ রেখেছে, যা সরকারিভাবে অনুমোদনও পেয়েছে।

মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ ও তার সাফল্যে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতিও অভিভূত। আমরাও প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতে এই ধরনের মেলা আয়োজনের প্রয়াসী হয়েছি। আর্থিক কারণে যা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এক্ষেত্রে আমরা সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার অপেক্ষায় রয়েছি।

## অভিভাবক মিটিং

নিয়ম অনুযায়ী স্কুলে অভিভাবক মিটিং নতুন নয়। ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের বিষয়ে এই মিটিং-এ আলোচনা হয়ে থাকে। পাশাপাশি যৌথ কাজের যাবতীয় উদ্যোগের তাৎপর্য ও সফলভাবে তা রূপায়ণের বিষয়টি নিয়েও এখানে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এছাড়া পৃথকভাবেও এনিয়ে নিয়মিত অভিভাবক মিটিং হয়ে থাকে। কিন্তু যেহেতু ব্লকের একটা বড় অংশের স্কুলের অভিভাবক চা-বাগানে কাজ করেন তাই অনেক সময় ওই মিটিং বাতিল হয়ে যেত। তাই কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় স্কুলে মিটিং-এ শুধু অভিভাবকদের নয়, ডাকা হবে স্থানীয় গ্রামবাসীদেরও। কারণ সকলের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই সমস্ত কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হত না। মিটিং-এ আমন্ত্রণ জানানো হয় স্থানীয় ক্লাবকেও। কেবল যৌথ কাজই নয়, স্কুল তো সকলের জন্য। গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে এই মানসিকতা গড়ে তোলাই থাকে এই মিটিং-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এই অভিভাবক মিটিং প্রতি মাসে গড়ে ১০টি করে করা হয়েছে।

## পাড়ায় পাড়ায় আলোচনা

স্কুল কেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে এই আলোচনা শুধামাত্র স্কুলের গণ্ডির

মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। গ্রামস্তরে পাড়ায় পাড়ায় উঠান বৈঠকেরও আয়োজন করা হয়। যে কাজে 'সিআরও'-রা এবং প্রত্যক্ষভাবে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতিকে সাহায্য করে। প্রতি সপ্তাহে ১ দিন প্রত্যেক 'সি আর ও' ওই পাড়া মিটিং করে থাকেন। এই পাড়া মিটিংয়ের মাধ্যমেই স্কুল সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে এই আলোচনায় উঠে আসে। যেমন স্কুলের পঠন-পাঠন, স্কুলে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ, স্কুলের সঙ্গে গ্রামাবসীদের নিবিড় সম্পর্কের তাৎপর্য এবং সর্বোপরি স্কুলের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব। কখনও এই বৈঠকে গ্রামবাসীদের এলসিডি শো-এর বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষামূলক ছবিও দেখানো হয়। নিয়মিত এই বৈঠকের ফলে স্কুলের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সম্পর্ক আগের চেয়ে অনেক নিবিড় হয়েছে। বেড়েছে স্কুলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাও। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নানাভাবে সাহায্য করতে শুধু অভিভাবকরা নন, এগিয়ে আসছেন সাধারণ অনেক গ্রামবাসীও। কখনও শ্রম দিয়ে স্কুল বাগান তৈরিতে সহায়তা করছেন, কখনও বা স্কুলে পাঁচিল তৈরিতে সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য করছেন। অভিজ্ঞতায় আমাদের মনে হয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য-সদস্যারা সংসদ স্তরের মিটিং-এ যদি অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এই বিষয়গুলোকেও তুলে ধরেন তাহলে আগামীতে এই কাজ আরও সহজ হবে।

## পঞ্চায়েত স্তরে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনা

আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, কোথাও যেন গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। নেহাত প্রয়োজন ছাড়া উভয় তরফের মধ্যে খুব একটা যোগাযোগ হয় না। স্কুল মানে শুধু কিছু পরিকাঠামো নয়। শিখনের বিষয়টিই প্রথম। আর তাই মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের দেখানো রাস্তায় হাঁটতে শুরু করি আমরাও। পঞ্চায়েতের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভগ্নপ্রায় সেতুটিকে আমরা পুনরায় গড়ে তুলতে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে যুক্ত করেছি। বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত ইতিমধ্যে নিয়ম করে তার এলাকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনায় বসছেন। প্রতি দু'মাস অন্তর তাঁরা এই আলোচনায় বসেন। যেখানে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি গুরুত্ব পায় ছাত্রছাত্রীদের শিখনের বিষয়টিও। পঞ্চায়েত ভিত্তিক পর্যালোচনা হয় যৌথ উদ্যোগের স্কুল কেন্দ্রিক বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে। আর এরফলে সম্ভব হচ্ছে অনেক সমস্যার সমাধান করাও।

## পঞ্চায়েত সমিতিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ

স্থানীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে মূল কাণ্ডারীরা হলেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাই তাদের জন্য নিয়ম করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি। প্রতি তিন মাস অন্তর পঞ্চায়েত সমিতিতে দু'দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রতি মাসে পূর্ব নির্ধারিত

নির্দিষ্ট দিনে একটি পর্যালোচনা মিটিং-এরও আয়োজন করা হয়ে থাকে। নিয়মিতভাবে এই আলোচনা ও প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অংশগ্রহণকে অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এই প্রশিক্ষণ তাঁদেরকে স্কুলে বিভিন্ন উদ্যোগকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করছে। আমরা নিশ্চিত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই ইতিবাচক ভূমিকায় ভর করে আগানী দিনে এই কাজে কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি এক দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারবে। গত ২০১৭ থেকে ণিবিড় ও অনিবিড় স্কুলের শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের বিভিন্ন বিষয়ে আবাসিক ও একদিনের সব মিলিয়ে প্রশিক্ষণ শিবির সব মিলিয়ে  এই পর্যন্ত ৪০টির বেশী আয়োজন করা হয়েছে।

## আফটার স্কুল

### আফটার স্কুলে স্কুলছুটদের প্রশিক্ষণ

শুধুমাত্র স্কুল কেন্দ্রিক বিভিন্ন উদ্যোগই নয়, যৌথ কাজের অঙ্গ হিসাবে আমরা স্কুলছুট গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আফটার স্কুল নামক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমরা দেখেছি, গ্রামে বহু যুবক-যুবতী রয়েছেন যারা অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ হতে পারেনি। বিভিন্ন কারণে হয়তো তার আগেই তাদের পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে তারা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গ্রাম থেকে অনেক দূরে হয়ে থাকে। মূলত জেলা সদর বা ব্লক অফিসে। তাই ওই সব যুবক-যুবতীদের জন্য গ্রামেই তাদের জন্য আমাদের এই ভাবনা, 'আফটার স্কুল'। যেখানে স্কুল ছুটির পর স্কুলের খালি ঘরে যুবক-যুবতীদের জন্য গ্রামীণ জীবিকা উপযোগী বিভিন্ন কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষার্থীদের মধ্যে ইচ্ছুক, দরিদ্র এবং যাদের বয়স ৩০ বছরের কম তাদেরকে প্রশিক্ষণ শেষে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের (১০০ দিনের কাজ সহ অন্যান্য) সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

### আফটার স্কুলের আয়োজন

'আফটার স্কুলে'র জন্য সংসদ পিছু একটা করে স্কুলকে প্রাথমিকভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে। আফটার স্কুল উদ্যোগের সঙ্গে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, তারা হলেন 'পঞ্চায়েত সমিতি' এর সিআরও। সিআরও-রাই প্রথমে আফটার স্কুলের জন্য এলাকা ভিত্তিক গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার আয়োজন করেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগের কথা তাঁদের সামনে তুলে ধরেন। স্কুল ছুটির পর স্কুলে কোনো একটা ঘরে বিভিন্ন জীবিকা উপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার কথা বলেন। বলেন সম্ভাব্য কী কী বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ হতে পারে। এলসিডি-র মাধ্যমে দেখানো হয় বিভিন্ন জীবিকা সহায়ক ছবিও। গ্রামবাসীরাও তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য অনেক বিষয়ের প্রস্তাব দেন। পরবর্তী ধাপে ইচ্ছুক প্রশিক্ষার্থীদের নিয়ে সিআরও আলাদাভাবে

আলোচনায় বসেন এবং বিষয় ও প্রশিক্ষকের সময় অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণের দিন চূড়ান্ত করা হয়। আফটার স্কুলের প্রশিক্ষণের কাজে 'অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্' তাঁদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাজে লাগান। এছাড়া স্থানীয় কোনও দক্ষ ব্যক্তি কিংবা গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির বিভিন্ন সহযোগী দফতরের আধিকারিকরাও আফটার স্কুলে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। সিআরও-রা শুধু আলোচনাই করেন না, তাঁরাই বিভিন্ন প্রশিক্ষককে আফটার স্কুলের সঙ্গে যুক্ত করেন। এক কথায় তারা এই সমগ্র প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকেন।

## সিআরও-দের প্রশিক্ষণ

সিআরও-দের বাদ দিয়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে যৌথ উদ্যোগের এই কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। আগামী দিনে তারা যেন আরও ভাল করে কাজ করতে পারে, তাই প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার পঞ্চায়েত সমিতিতে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সেখানে কাজের পর্যালোচনা করা হয়। কোনও সমস্যা থাকলে আলোচনা হয় তা নিয়েও। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে তাঁদের জন্য হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ ও এক্সপোজারের ব্যবস্থাও করা হয়। যাতে আফটার স্কুল পরিচালনাই হোক বা কৃত্যালিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহায়তা করাই হোক, সবটাই তাঁরা দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে।

## সবলা মেলায় অংশগ্রহণ

কালচিনি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আফাটার স্কুলে প্রশিক্ষণ নেওয়া স্কুলছুটদের সবলা মেলায় অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে ছিল এক মাইল ফলক। ২০১৯ সালে আয়োজিত ওই মেলায় তাদের জন্য দুটি স্টলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেখানে আফটার স্কুলে প্রশিক্ষণ নিয়ে তাঁদের বিভিন্ন হাতের কাজ বিক্রির জন্য রাখা হয়েছিল। যা এক সময় ওইসব স্কুলছুটদের কাছে ছিল অনেকটা স্বপ্নের মতো, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির হাত ধরে তাই বাস্তবায়িত হয়েছিল ওই সবলা মেলায়। তাই তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল আত্মবিশ্বাস আর স্বনির্ভরতার ছবি। যা তাঁদের উৎসাহকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছে।

## আফটার স্কুল থেকে সৃজাঙ্গন

স্কুলছুটদের জন্য আফটার স্কুলের উদ্যোগ চলাকালীন আমাদের মনে হয়েছে, গ্রামের একটা বড় অংশের মানুষ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। যারা হয়তো নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি বা জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য কোনও প্রশিক্ষণ চান না, কেবল জানতে বা শিখতে চান। আর এই ভাবনা থেকেই সম্প্রতি আমরা এই আফটার স্কুলের পরিসর আরও ব্যাপক করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, যার নাম দেওয়া হয়েছে সৃজাঙ্গন। যেখানে স্কুলছুটরাই নয়, অবাধ প্রবেশ থাকবে গ্রামের সকলের। জীবিকা

সহায়ক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের পাশাপাশি থাকবে আরও অনেক কিছু। গ্রামের আট থেকে আশি, সকলের মুক্তাঙ্গন এই সৃজাঙ্গন। গ্রামে জীবনব্যাপী শিখনের এক অনবদ্য আসর। আর শুধু শিখনই নয়, এখানে থাকে জ্ঞান বিনিময়, আলোচনা, নাচ-গান, অবসর যাপন, আধ্যাত্মিক আলোচনা সহ বিভিন্ন বিষয়। তবে বিষয় নির্বাচন করা হয় গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে। কবে সৃজাঙ্গন অনুষ্ঠিত হবে, তা বিষয় ও বয়স অনুযায়ী ঠিক করা হয়।

## বিভিন্ন জেলার অতিথিদের আগমন

প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে কালিচিনি পঞ্চায়েত সমিতির যাবতীয় উদ্যোগ সরেজমিনে ঘুরে দেখতে কোচবিহার ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা এখানে এসেছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটি দল। পঠন-পাঠনের পাশাপাশি তারা কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার বিভিন্ন স্কুলে যৌথ উদ্যোগের কাজকর্ম দেখেন। কথা বলেন, উদ্যোগী শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে

আগত অতিথিরা আমাদের আফটার স্কুলের প্রশিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। আনন্দিত হন তাদের তৈরি হাতের কাজ দেখে। বেশ কিছু জিনিস কিনেও নেন তাঁরা। অতিথিদের কাছ থেকে আমরাও মুল্যবান মতামত আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে । আশা রাখি, আমাদের যৌথ উদ্যোগের এই কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে আগামী দিনে এভাবেই বিভিন্ন স্তরের সম্মানীয় ব্যক্তিদের মতামত ও  সুপরামর্শ আমাদের পাথেয় হবে।

# নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ

| ক্রমিক | সদস্য/সদস্যার নাম | পদমর্যাদা | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১ | জন বার্লা | সাংসদ | ৯৭৩৩৩৩৩৩৩৯ |
| ২ | উইলসন চম্প্রমারী | বিধায়ক | ৯৫৯৩৮৪২৩৫৫ |
| ৩ | শিলা দাস সরকার | সভাধিপতি, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ | ৮১৪৫২৩৫১৬৬ |
| ৪ | মনোরঞ্জন দে | সহকারী সভাধিপতি, আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ সদস্য | ৮৩৭২৮৮৯২০৫ |
| ৫ | রাজকুমার ভুজেল | কর্মাধ্যক্ষ, পূর্ত ও পরিবহণ স্থায়ী সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৯৭৩৫৯১৬১০৫ |
| ৬ | যোসেফ ওঁরাও | কর্মাধ্যক্ষ, কৃষি, সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৭৬০২৬০৩১২১ |
| ৭ | প্রেম লামা | কর্মাধক্ষ্য, শিক্ষা,সংস্কৃতি,তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৯৪৩৪৩৬৮০৪৮ |
| ৮ | জ্যোৎস্না সুবা | কর্মাধ্যক্ষ, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৯৬৪১১৪৭৮৪৫ |
| ৯ | নাইনা লামা | কর্মাধ্যক্ষ, ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও চিরাচরিত স্থায়ী  সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৯৫৯৩৩২৩৮৬০ |
| ১০ | রোশন ওঁরাও | কর্মাধ্যক্ষ, বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৯৭৭৫৯৪৮২২০ |
| ১১ | আরতি লামা | কর্মাধ্যক্ষা, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ, স্থায়ী  সমিতি কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৯৭৩৩৫৬২৬৮৪ |
| ১২ | রাজকুমারী ওঁরাও | কর্মাধ্যক্ষা, শিশু ও নারী উন্নয়ন জনকল্যাণ ও ত্রাণ  স্থায়ী সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৮১১৬১৬৩০১২ |
| ১৩ | কুসুম বিশ্বকর্মা | কর্মাধ্যক্ষা, খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৮৭৬৮৭৫৬১১৩ |
| ১৪ | পিঙ্কি রাভা | সদস্যা, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৭০৬৩২৩৪৭৬৮) |

# কালচিনি ব্লকের পঞ্চায়েত

কালচিনি ব্লকের অধীনে মোট ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এক নজরে ওই ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত;

| ক্রমিক | গ্রাম পঞ্চায়েত | প্রধানের নাম | উপ-প্রধানের নাম | এলাকা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | চুয়াপাড়া | ভগবতী ওঁরাও, (৯৫৯৩৬৫৩৮৯৭) | রাজেন লামা (৯৬৪৭১১৭৬৬৭) | ১ বর্গ কিমি |
| ২ | সাতালি | মনোজ বড়ুয়া (৯৭৭৫৪৬২৯২২) | সুরিতা নার্জিনারী (৯৭৩৫০২০২২৫) | ১১ বর্গ কিমি |
| ৩ | রাজাভাতখাওয়া | ববী লামা (৭৭৯৭৯৫৬৩৪০) | মিনা রাভা (৭৪০৭৯৯৯৩১৪) | ১০ বর্গ কিমি |
| ৪ | মেন্দাবাড়ী | মনা রাভা (৭৮৭২৩৪২৪৫৫) | চন্দ্রা নার্জিনারী (৯৬৩৫২২২৮৬০) | ৯ বর্গ কিমি |
| ৫ | মালঙ্গী | রুবি রজক (৮৬৭০৬৬০৮২৭) | সাধো লোহার (৮৬৭০২৫৩৭১৬) | ৮ বর্গ কিমি |
| ৬ | লতাবাড়ি | সোনালি দাস (চক্রবর্তী) (৯৪৭৪৯৬১১৮৩) | গৌরী ঠাকুর (মোছারী) (৯৫৯৩৯৩৫৬৪২) | ৭ বর্গ কিমি |
| ৭ | কালচিনি | নিশা লামা (৯৪৭৫৯২৫৪৭৮) | লালো ওঁরাও(মাহালী) (৮৬৭০০৩৩০২৭) | ৬ বর্গ কিমি |
| ৮ | জয়গাঁ – ২ | ফুরবা লামা (৯৯৩৩৪২২৪৮৮) | বিষ্ণু কর্মকার (৯৫৯৩৩৪৬৭১৩) | ৫ বর্গ কিমি |
| ৯ | জয়গাঁ - ১ | বিষ্ণু লামা (৯৫৯৩৩১০২৪১) | সনিতা লামা (৮৩৭২৮৭২৩৮৫) | ৪ বর্গ কিমি |
| ১০ | দলসিং পাড়া | সুজিতা গোলে লামা (৯৫৯৩৩১০২৪১) | শম্ভু জসওয়াল (৯৪৭৪৫৮৯৭১৭) | ২ বর্গ কিমি |
| ১১ | গারো পাড়া | বিন্দিয়া লামা (৯৭৩৪৮৭৫২৩৮) | পুনাই ভগত (৯৬০৯৮৪৩২২৭) | ৩ বর্গ কিমি |

# কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি

| ক্রমিক | সদস্য/সদস্যার নাম | পদমর্যাদা | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|---|
| ১ | শ্রীমতী অরুণা পারিয়ার সাহা | সভাপতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৯৭৩৩২৭৭২৯৯ |
| ২ | শ্রী ভূষণ শেরপা | সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক/নির্বাহী আধিকারিক, কালচিনি ব্লক | ৯৪৩৪৭৪৬৮৫০ |
| ৩ | শ্রী প্রেম লামা | কর্মাধ্যক্ষ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৯৪৩৪৩৬৮০৪৮ |
| ৪ | শ্রী রজত রঞ্জন ঘোষ | অবর-বিদ্যালয় পরিদর্শক, কালচিনি | ৮২৫০৮১৭৬০৮ |
| ৫ | শ্রী অপূর্ব রায় | সমিতি এডুকেশন আধিকারিক, কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতি | ৬২৯৬৪৫৮২৫৪ |
| ৬ | শ্রীমতী চন্দ্রা নার্জিনারী | উপ-প্রধান, মেন্দাবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত | ৯৬৩৫২২২৮৬০ |
| ৭ | শ্রী মানিক সিংহ | সিনিয়ার ফিল্ড ম্যানেজার, অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর আমন্ত্রিত প্রতিনিধি | ৭৮৭২৬৪৮৪৪৫ |

# যে অনিবিড় ও নিবিড় স্কুল নিয়মিত স্কুল বাগান ও নার্সারী করে

| ক্রমিক | গ্রাম পঞ্চায়েত | বিদ্যালয়ের নাম |
|---|---|---|
| ১ | মেন্দাবাড়ী | কোদাল বস্তি বনাঞ্চল প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ২ | মেন্দাবাড়ী | বামনদাস স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ৩ | মেন্দাবাড়ী | পশ্চিম সাতালি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র |
| ৪ | মেন্দাবাড়ী | পশ্চিম সাতালি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ৫ | মেন্দাবাড়ী | পশ্চিম সাতালি বানিয়াপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ৬ | মেন্দাবাড়ী | স্বারণা প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ৭ | মেন্দাবাড়ী | দক্ষিণ মেন্দাবাড়ী রাভাপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র |
| ৮ | মেন্দাবাড়ী | ছেত্রীপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র |
| ৯ | মেন্দাবাড়ী | খারিয়া বস্তি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র |
| ১০ | মেন্দাবাড়ী | নাকাডালা এস পি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ১১ | সাতালি | চুয়াপাড়া বস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ১২ | লতাবাড়ি | দক্ষিণ লতাবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ১৩ | গারোপাড়া | ডিমা ওয়েস্ট লাইন হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ১৪ | চুয়াপাড়া | এল এম প্রধান মেমোরিয়াল মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র |
| ১৫ | দলসিংপাড়া | মহুয়া টি জি হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| ১৬ | দলসিংপাড়া | মহুয়া টি জি হিন্দি জুনিয়র হাইস্কুল |
| ১৭ | মালঙ্গী | মালঙ্গী ৮নং লাইন হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় |

# তথ্য-প্রযুক্তি সহযোগে শিক্ষাদানকারী উদ্যোগী শিক্ষক-শিক্ষিকারা

অশোক শীল
দক্ষিণ সাতালি
প্রাইমারি স্কুল

সি বি পাণ্ডে
ডিমা টিজি হিন্দি
জুনিয়র স্কুল

চিরঞ্জীলাল মাহাতো
সুভাষিনী টি জি হিন্দি
প্রাইমারি স্কুল

ঘনশ্যাম খান্না
কালচিনি টি জি ৩ হিন্দি
প্রাইমারি স্কুল

কিরণ গুরুং
মেচপাড়া এলএম
প্রধান হিন্দি এমএসকে স্কুল

কৃষ্ণ দেব
পশ্চিম সাতালি
এমএসকে স্কুল

লালবাবু শাহ
হাসিমারা ৩ নং
প্রাইমারি স্কুল

মহেন্দ্র অধিকারী
মালঙ্গী ৮নং হিন্দি
প্রাইমারি স্কুল

মাসেলউদ্দীন খান
চুয়াপাড়া টিজি হিন্দি
জুনিয়র স্কুল

প্রীতম ছেত্রী
বেদব্যাস নেপালি
প্রাইমারি স্কুল

রাজু ছেত্রী
নিউ হাসিমারা হিন্দি
এমএসকে স্কুল

রাজু দে
স্বারণা প্রাইমারি স্কুল

রাকেশ সিং
তোর্ষা টিজি হিন্দি জুনিয়র স্কুল

রতন রজক
মহুয়া টিজি হিন্দি জুনিয়র স্কুল

সজল দাস
বামণ দাস স্মৃতি প্রাইমারি স্কুল

সঞ্জয় বারুই
আটিয়াবাড়ি জুনিয়র স্কুল

শংখদ্বীপ সিনহা
গদাধর এফ বি
প্রাইমারি স্কুল

শিপ্রা চক্রবর্তী
কালচিনি টি জি ১নং
প্রাইমারি স্কুল

সুরজ রাউতিয়া
পানা এফ বি
প্রাইমারি স্কুল

স্বপ্না চক্রবর্তী
চিনচুলা টিই ৩ নং লাইন
এসএসকে স্কুল

# সিআরও-দের পরিচয় ও বিস্তারিত তথ্য

শুভ্রা রাভা
গ্রাম পঞ্চায়েত - রাজাভাতখাওয়া
স্কুলের নাম - গদাধর বনাঞ্চল প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৮৫৯৭০০৯০৭১

প্রতিমা ওঁরাও
গ্রাম পঞ্চায়েত - গারোপাড়া
স্কুলের নাম - আটিয়াবাড়ী জুনিয়র হাইস্কুল
মোবাইল - ৭৪৭৯২১৬৬৪১

রুপালি টিঙ্গা
গ্রাম পঞ্চায়েত - গারোপাড়া
স্কুলের নাম – ভাতখাওয়া চাবাগান শিশুশিক্ষা কেন্দ্র
মোবাইল - ৯৭৪৯৬৩০২৬৪

কবিতা কৈরি
গ্রাম পঞ্চায়েত – কালচিনি
যুক্ত স্কুলের নাম - চিনচুলা টিই ৩নং লাইন শিশুশিক্ষা কেন্দ্র
মোবাইল - ৭৮৬৪৯৮২৮১০

রাধিকা তামাং
গ্রাম পঞ্চায়েত – কালচিনি
স্কুলের নাম - চিনচুলা টিই হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৯৬৩৫৭৭৪৬৪৮

বিথীকা নার্জিনারী
গ্রাম পঞ্চায়েত – মেন্দাবাড়ী
স্কুলের নাম - বামন দাস স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৭৮৬৪৮১৪৩৬৩

বিনি লাকড়া
গ্রাম পঞ্চায়েত – মেন্দাবাড়ী
স্কুলের নাম - কোদাল বস্তি বনাঞ্চল প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৯৭৩৪১৯০০৭৬

সুজকি রাভা
গ্রাম পঞ্চায়েত – মেন্দাবাড়ী
স্কুলের নাম - কোদাল বস্তি বনাঞ্চল প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৬২৯৫৮৩৪৬৩৬

রুবি ছেত্রী
গ্রাম পঞ্চায়েত – মেন্দাবাড়ী
স্কুলের নাম - পশ্চিম সাতালি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র
মোবাইল - ৬২৯৭৮৪৩৪৮৩

দেবিকা কার্জি
গ্রাম পঞ্চায়েত – মেন্দাবাড়ী
স্কুলের নাম - পশ্চিম সাতালি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র
মোবাইল - ৬২৯৭৩১৩৭৩৩

রেমতি বরগাঁও
গ্রাম পঞ্চায়েত – মেন্দাবাড়ী
স্কুলের নাম - দক্ষিণ সাতালি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৮৯৪২০৪৬২৭৫

আশা শৈব নার্জিনারী
গ্রাম পঞ্চায়েত – মেন্দাবাড়ী
স্কুলের নাম - পশ্চিম সাতালি বানিয়া পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৮১৪৫৯০৩০২৬

লক্ষণ গোসাই
গ্রাম পঞ্চায়েত – মালঙ্গী
স্কুলের নাম – মালঙ্গী ৮নং লাইন হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৮৬৭০৯৯২৯৬৯

অঞ্জনা রাই
গ্রাম পঞ্চায়েত – দলসিংপাড়া
স্কুলের নাম – রনবাহাদুর বস্তি হিন্দি শিশুশিক্ষা কেন্দ্র
মোবাইল - ৭০৪৭৩৫৪৪৯০

শর্মিলা মাঝি
গ্রাম পঞ্চায়েত – দলসিংপাড়া
স্কুলের নাম – মহুয়া টিজি হিন্দি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জুনিয়র হাইস্কুল
মোবাইল - ৭৫৪৭৯০৪৪৬৩

বাসন্তী বর্মন লোধ
গ্রাম পঞ্চায়েত – জয়গাঁ – ২
স্কুলের নাম – সুকান্ত বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বেদব্যাস নেপালি প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৮৯০০৩৫৬১৩০

বিন্দু ছেত্রী
গ্রাম পঞ্চায়েত – সাতালি
স্কুলের নাম – চুয়াপাড়া বস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৭০৬৩১০৪৪৭৮

মালতী নার্জিনারী
গ্রাম পঞ্চায়েত – সাতালি
স্কুলের নাম – মেন্দাবাড়ী জুনিয়র বেসিক প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল - ৯৮০০৪৩১২১৫

বিন্দিয়া লোহারা
গ্রাম পঞ্চায়েত – চুয়াপাড়া
স্কুলের নাম – মেচপাড়া এল এম প্রধাম মেমোরিয়াল হিন্দি এমএসকে
মোবাইল - ৮১৭০০৫৯০৫৭

তামান্না খাতুন
গ্রাম পঞ্চায়েত – চুয়াপাড়া
স্কুলের নাম – চুয়াপাড়া টিজি হিন্দি জুনিয়র হাইস্কুল
মোবাইল - ৮২৫০৮৫৭২৩০

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ অগণিত মানুষকে সাথে নিয়ে, নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে এই পথ চলাতে যাঁরা সদা সর্বদা পাশে ছিলেন তাঁরা হলেন পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শ্রী প্রেম লামা, মাননীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, সমস্ত সরকারী আধিকারিক ও সব সময়ে পাশে থাকা এলাকার সব শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

AHEAD Initiatives

32/6 Gariahat Road (South), Kolkata: 700031, Tel: +91 33 4067 0369